সংবাদ

তারিখ 14 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বিএম কলেজের নতুন অধ্যক্ষকে পেটাল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা

এরা কোথায় গিয়ে থামবে

বরিশালের ঐতিহ্যবাহী ব্রজমোহন একটি সরকারি কলেজ। তার অধ্যক্ষ নিয়োগ বা বদলি করে সরকার। কলেজের অধ্যক্ষ নন্দী গোপাল দাসকে বদলি করে অধ্যাপক শংকর চন্দ্র দত্তকে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিতে গেলে কলেজের অস্থায়ী কর্মপরিষদ ও ছাত্রলীগের নেতাদের হামলার শিকার হন বলে পত্র-পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ শাখা ছাত্রলীগের মুখ্য আহ্বায়ক মঈন ও নাহিদের নেতৃত্বে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। মঈনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দাবি করেন, 'সাধারণ শিক্ষার্থীরা নন্দী গোপাল দাসের বদলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এ অবস্থায় নতুন অধ্যক্ষ যোগ দিতে চাইলে সাধারণ ছাত্ররা তাকে প্রতিহত করেছে'।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শংকর চন্দ্র দত্ত নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিতে কলেজে আসছেন- এমন খবর পেয়ে মঈন ও নাহিদ কলেজ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থান নেয়। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ওই পথ দিয়ে অধ্যাপক শংকর চন্দ্র দত্ত কলেজের দিকে যাওয়ার সময় তার ওপর হামলা চালানো হয়। এ সময় তিনি পাশের পেট্রল পাম্পে আশ্রয় নেন। সেখানে গিয়ে মঈন তার সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু করে। একপর্যায়ে মঈন ও নাহিদের সঙ্গে থাকা ২০ থেকে ২৫ জন বহিরাগত ক্যাডার অধ্যক্ষ শংকর চন্দ্রকে কিল-ঘুষি মারতে থাকে। এতে তিনি আহত হন। পরে আশপাশের লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। হামলার শিকার নতুন অধ্যক্ষ বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অধ্যক্ষ শংকর চন্দ্র দত্ত জানান, কলেজে যোগদানের জন্য তিনি কোতোয়ালি মডেল থানায় লিখিতভাবে নিরাপত্তা চেয়েছিলেন। বরিশালের ডিসিকেও জানিয়েছেন। তারপরও যোগদান করতে যাওয়ার পথে হামলার শিকার হন। ছাত্রলীগের প্রশ্ন থাকলেই দেখা যায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা প্রশাসন রহস্যজনক ভূমিকা পালন করে। অন্য একটি খবরে বলা হচ্ছে, হামলার সময় কিছুটা দূরত্বে অবস্থান করা পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ ও বদলির দায়িত্ব সরকারের। সরকার সাবেক অধ্যক্ষকে বদলি করে নতুন অধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়েছে। এ ব্যাপারে যদি ছাত্রলীগ বা 'সাধারণ ছাত্রদের' কোন আপত্তি বা ক্ষোভ থাকে তবে তা সরকারের উচ্চপর্যায়ে জানানো যেতে পারে। কিন্তু একজন সম্মানিত শিক্ষককে ছাত্রনেতার নেতৃত্বে হামলা চালিয়ে আহত করা কোনভাবেই ছাত্রসুলভ আচরণ নয়। নতুন অধ্যক্ষ যোগদান না দিতেই তাকে 'প্রতিহত' করা কি ধরনের নিয়মনীতি হলো তা বোঝা গেল না। বর্তমান সরকারের আমলে ছাত্রলীগের বাড়াবাড়ি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, বরিশাল বিএম কলেজের সর্বসাম্প্রতিক ঘটনা তার আরেক উদাহরণ হিসেবেই রইল। এতে শুধু ছাত্র সাধারণ নয়, সরকারেরও ভাবমূর্তি দিন দিন মলিন হতে চলেছে। সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যত তাড়াতাড়ি বিষয়টি উপলব্ধি করবেন, ততই সরকার ও দেশের জন্য মঙ্গল।